যায়যায়দিন

তারিখ 6 MAR 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

জগন্নাথের ২১ ছাত্রলীগ কর্মীর বিরুদ্ধে চার্জশিট

যায়যায়দিন রিপোর্ট

পুরান ঢাকায় বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডের প্রায় তিন মাস পর ২১ ছাত্রলীগ কর্মীকে আসামি করে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ। ঐ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক তাজুল ইসলাম মঙ্গলবার বেলা ১১টার পর ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে এই চার্জশিট জমা দেন।

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার সানোয়ার হোসেন বলেন, চার্জশিটে যে ২১ জনকে আসামি করা হয়েছে তার মধ্যে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিরা পলাতক। এই ২১ আসামির সবাই ছাত্রলীগের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মী বলে চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত ৯ ডিসেম্বর বিরোধী দলের অবরোধের সময় পুরান ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের উত্তর পাশে দরজি দোকানি বিশ্বজিৎকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে সাবেক ও বর্তমান নয় ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

অভিযোগপত্রে বলা হয়, ওই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের ২১ কর্মীর জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মামলার চার আসামি ইতোমধ্যে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে, যাতে হত্যারহস্য উন্মোচিত হয়েছে। যদিও ঘটনার পর সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়, বিশ্বজিতের ওপর হামলাকারীরা

চার্জশিট : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

চার্জশিট : জগন্নাথের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কেউই ছাত্রলীগের কর্মী নয়। এ মামলায় ঠিক কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা নিয়েও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশের বিভিন্ন রকম বক্তব্যে অস্পষ্টতা তৈরি হয়।

চার্জশিটভুক্ত আসামিরা হলেন- রফিকুল ইসলাম শাকিল, রাজন তালুকদার, ইউনুস আলী, কাইউম মিয়া টিপু, এইচএম কিবরিয়া, ওবায়দুর কাদের তাহসিন, আজিজুর রহমান, আলাউদ্দিন, ইমরান হোসেন, মোস্তফা, মাহফুজুর রহমান নাহিদ, রাশেদুজ্জামান শাওন, ধীর নূরে আলম লিমন, আল-আমিন, সাইফুল ইসলাম, রফিক, এমদাদুল হক, কামরুল, তমাল, পাভেল ও মোশাররফ।

এদের মধ্যে শাকিল, নাহিদ, এমদাদ, শাওন, কিবরিয়া, সাইফুল ও কাইয়ুমকে অভিযোগপত্রে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ। গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও মাসুদ-অর-রশিদ, ফারুক হোসেন, কাজী নাহিন-উজ্জামান তুহিন ও মোসলেহ উদ্দিন মোশলেম নামের চারজনকে এই হত্যা মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়ার আবেদন করেছেন তদন্ত কর্মকর্তা।

অভিযোগপত্রে বলা হয়, বিশ্বজিৎ হত্যার সঙ্গে এই চারজনের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ মামলায় সাক্ষী করা